"হেলথ হোম আন্দোলন" — কিছু ভাবনা

অনুপ সরকার

হীরক জয়ন্তী বর্ষে 'উৎসব' কলকাতা জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই এবারের 'উৎসব'-এ যে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে তাতে 'স্টুডেন্টস হেলথ হোম'-এর স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথের ইতিবৃত্ত ও নানান অভিজ্ঞতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে। যা থেকে নিজেও অনেক কিছু জানতে পারব। আমার কাছে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অতীত মানে এক দশক এক বছর মাত্র। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের একবছর আগে ২০০১ সালে হোমে সংগঠক হিসাবে যুক্ত হই এবং হোমের কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। তবে ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে 'উৎসব'-এ প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং হোমকে নবরূপে পরিচালিত করার কাজে সাধারণ ছাত্র হিসাবে সকলের সাথে যুক্ত থাকার সুযোগে হেলথ হোম সম্বন্ধে সাধারণ কিছু ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেই ধারণার মধ্যে যত না স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনের উপাদান ছিল, তার থেকে বেশী ছিল সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি সৃষ্টির তাগিদ। প্রথম দিকে ছাত্র ও পরবর্তী সময়ে সংগঠক হিসাবে হোমের অগ্রগতি বা বেড়ে ওঠার যে ছবি দেখতে পাই, তাতে একথা মানতেই হবে যে হোমের যা কিছু বাড়-বাড়ন্ত তা গত শতাব্দীর শেষ দুই দশ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে লক্ষ্য করা যায়। আর এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল থেকে স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলন প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে।

	১৯৯১	২০০১	২০১০
সরকারী অনুদান	১৬,০৯,২৫৩ টাকা	৩৩,৭৩,৫৯৪ টাকা	৭৬,৬৬,৯৯০ টাকা
আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যা	২৫	৪৪	৬৫

স্বনির্ভর-স্বাবলম্বী ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা উপরের পরিসংখ্যান থেকেই পরিমাপ করা যায়। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পাশাপাশি যে প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে তাহল হেলথ হোম স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারল? তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে এক পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে কাজ করার পর হোম এই মুহূর্তে নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক অবস্থানের পট পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে হোম পরিচালনা করার মৌলিক নীতির অবনমনের ফলে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয়ে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে বন্ধ হয়েছে। এই উভয়বিধ সমস্যাই হোমের যথাযথ অগ্রগমন পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলতঃ স্বাবলম্বী স্বনির্ভর ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলন — যা রোগ প্রতিকারের চেয়েও রোগ প্রতিরোধের চেতনা বৃদ্ধির কাজে বৃহত্তর ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত, তাতে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। সেইহেতু হেলথ হোম আন্দোলনকে সঠিক পথ নির্দেশে পরিচালিত করার কথা ভাবতে হবে।